জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১লা ভাদ্র বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 17th Aug. 1960 { ১৪শ সংখ্যা

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

ভারতবর্ষের অভিশপ্ত দিন

(১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট)

—•—

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী ও আজমীরাধিপতি স্বনামধন্য পৃথ্বীরাজ সম্মুখ রণে ধরাশায়ী হইলেন। ঘরসন্ধানী জয়চাঁদের চক্রান্তে মহম্মদ ঘোরী জয়ী হইয়া নিজের সেনাপতি কুতবউদ্দীনকে দিল্লীর শাসনকর্ত্তারূপে বসাইয়া দিলেন। ভারতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হইলে কুতবউদ্দীন নিজের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া দিল্লীর অধীশ্বর হইয়া বসিলেন। দিল্লীর কুতব মসজিদ ও কুতবমিনার তাঁহার কীর্ত্তি।

১৯৪৭ হইতে ১২০৫ বাদ দিলে হয় ৭৪২ বৎসর। এতদিনের পরাধীনতা বর্ত্তমান কংগ্রেসদলভুক্ত ব্যবহারজীবীরা ঘুচাইয়া ভারতবর্ষকে ইংরাজ শাসক লর্ড মাউন্টব্যাটেন এর শাসনাধীনেই থাকিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিলেন। ইহাই তাঁহাদের বহু কষ্টার্জ্জিত স্বাধীনতা বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা কথিত হইতেছে। মহাত্মা গান্ধীজি এই স্বাধীনতার অংশ কংগ্রেসী না হইয়াও গ্রহণ করিলেও তিনি এই স্বাধীনতা দিবসে উপবাসী (তাঁহার ভাষায় অনশনে) থাকিয়া সমস্ত দিনরাত্রি চরকা কাটিয়া তাঁহার জ্ঞানে চরকাই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র বলিয়া তাহাতেই ব্যাপৃত ছিলেন।

দেশে একটা প্রবাদ আছে—এক জন্ম অন্ধকে একজন বলিয়াছিলেন—কানা ভাত খাবি? অন্ধ ভাতের নাম শুনিয়া 'খাব' বলার অবকাশ লয় নাই। একেবারে বলে উঠলো—হাত ধুব কোথা? আমাদের এতদিনের অধীনতা দূর হবে এক নিমেষে, এ মজা কি বিলম্ব করা যায়! কোন্‌টা আমাদের সীমানা—কোন্‌টা শরীয়তী সরিকদের এর একটা শেষ না করেই লেগে গেল উৎসবে। চালাক চতুর ইংরাজ লর্ড মাউন্টব্যাটেন এঁদের টোপ গিলাইয়া খেলাইতে সুরু করিলেন। যেই হানাদাররা কাশ্মীর আক্রমণ করিল, ভারতীয় সৈন্যরা হানাদারদের হটাইয়া সীমানা পার করে সময়ে পাশ করা ব্যারিষ্টারকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে মামলা রুজু করার যুক্তি দিলেন। মামলা এখনও ঝুলিতেছে। সম্প্রতি জহর আয়ুব মিলন হবার উপক্রম হইবে শোনা যায়, আয়ুব আগে হ'তেই গাহিয়াছেন—কাশ্মীর মীমাংসাই সব মীমাংসার মূল।

পাকীস্তানীরা প্রায় সীমানা লইয়া হাঙ্গামা বাধাইতেছে। বেরুবাড়ী দিবার অধিকার প্রধান মন্ত্রীর নাই তাও দিয়া জগতের মাঝে বেকুব হইয়া বর্ত্তমান আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনকে দিয়া বাঙলার উভয় বিধান সভার মালিক ডাঃ বিধান বাবুকে কত ক্যানভাসিং করিয়া আন্তর্জাতিক ভয় দেখাইয়াও কিছুতে কিছু হইল না। এখনও পাকীস্তানকে এই সাত্বিকদান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন।

ভারত পূর্ণ তের বৎসর রাজত্বভোগ করিতেছে যে সুখে তা ভুক্তভোগী ভারতবাসী ছাড়া অন্যে কে বুঝিবে?

স্বাধীনতা উৎসবে কোন্ কোন্ জেলা কংগ্রেসী কর্ত্তাদের উৎসবান্তর্গত তাও আহ্লাদের আতিশয্যে ঠিক জানা হয় নি।

আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলায় পাকীস্তানী পতাকা উঠিল। খুলনা জেলায় তেরঙ্গা পতাকা উঠিল। ইংরাজের বউনির স্থান মুর্শিদাবাদে যখন চাঁদতারা মার্কা পতাকা উঠিল তখন মুর্শিদাবাদ নিবাসীদের হিন্দুগণ কি সুখে উৎসবে যোগ দিয়াছিল সকল হিন্দুই তাহা আজও ভোলে নাই।

"লড়কে লেঙ্গে পাকীস্তান"

আওয়াজ যেন আজও কর্ণকুহরে আতঙ্ক আনিয়া দেয়। পরে ১৮ই কি ১৯শে আগষ্ট র‍্যাডক্লীপ সাহেব রায় দিলেন—সব মুর্শিদাবাদ জেলা ভারত ইউনিয়নে ও সমস্ত খুলনা জেলা পাকীস্তানভুক্ত হইল। বলুন দেখি খুলনাবাসী হিন্দুরা তখন কি উৎসবের পরিণাম উৎপাত ভোগ করিয়া কর্ত্তাদের কোন্ ভাষায় সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিল তাহা লেখা যায় না।

ইংরেজ এই স্বাধীনতার সঙ্গে বহু টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। কর্ত্তারা এই কয় বৎসরে—সব টাকা ফুঁকিয়া দিয়াছেন। এক এক টাকা চোর আজকাল কেন্দ্রে নয় শুধু পরিধি জুড়িয়া বিষহীন সর্পের কুলোপানা চক্র দেখাইয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করেন। (জীপ্ কেলেঙ্কারী দেখুন)

ভারত রাজ্য—"সত্যমেব জয়তে" এই মহাবাক্য নিজের 'মার্কা' স্বরূপ গ্রহণ করিয়াও কর্ত্তাকে সত্য-ফোবিয়া ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছে। তদন্ত করিয়া সত্য নির্ণয় করা কর্ত্তার ধাতে সয় না। (১) কৃষ্ণমাচারীর তদন্ত শেষ না হইতেই তিনি কাজে ইস্তফা দিয়া পলায়নোদ্যত দেখিয়া কর্ত্তা তাঁহাকে আদর করিয়া খাওয়াইয়া, আলিঙ্গন করিয়া সরকারী আদবে বিমানে চড়াইয়া তাঁহাকে স্বগৃহে পৌছাইয়া দিলেন। চাগলা কমিশন মনে করুন। বিভিয়ান বসুর সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য করিয়া নাক মলা কান মলা খাইতে বাকি ছিল। এমনি কত সত্য নির্দ্ধারণ কার্য্যে নিজে যে সব প্রতিবন্ধক হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকেই বলিতে ইচ্ছা করে যে অন্য লোক হইলে অপরাধীকে সাহায্য করার জন্য "অ্যাবেটার" আখ্যা দেওয়া চলিত। শ্রীযুত দেশমুখ তাঁহাকে বলেন যে একটী শক্তিশালী ট্রাইবিউন্যাল নিয়োগ করিলে তিনি (দেশমুখ) নিজে প্রমাণ দিয়া বহু হোমরা চোমড়া দুর্নীতিপরায়ণ টাকা আত্মসাৎকারী দুর্বৃত্তকে ধরাইয়া দিতে পারেন, তাহাতে কর্ত্তা উত্তর দেন—ইহাতে বহু মান্যগণ্য পদস্থ ব্যক্তি বিপন্ন হইবে। এমন কি অনেক মন্ত্রী পর্য্যন্ত দোষী সাব্যস্ত হইয়া বিপন্ন হইবেন। কাজেই এ কাজ তাঁহার দ্বারা হইবে না।

আজ আসামীরা তাঁহার করুণা পাইবার অধিকারী হইয়াছেন। "আসামী" বলে (১) কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইলে তাহাকে। (২) বঙ্গের উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশ-বাসীদের। (৩) এই প্রদেশের ভাষাকে। (৪) যে অন্যের টাকা ধারে তাহাকেও 'আসামী' বলে। সমস্ত ভারতবাসীরাই "আসামী",

কেন না ভারত আজ কর্ত্তাদের কর্ম্ম কুশলতায় নিজের পুঁজি হারা হইয়া অন্য রাজ্যের 'আসামী' (ঋণী) হইয়া আসামী শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। কাজেই আসাম প্রদেশবাসী যদি আসামী হয়, উত্তমর্ণ দেশগুলির নিকট আমরা সকলেই আসামী। একটা প্রবাদ আছে—"নামে নামে মিতা। বাপের নামে পিতা" আসামীরা থেয়ো আসামীদের উপর অত্যাচার করিয়া অপরাধ করে নাই। আমরা আজ আসামী! বাঙলাদেশ স্বাধীনতাকে, স্বাদহীনতা, সাধহীনতা, শ্বাধীনতা বলিয়া উৎসব ত্যাগ করিল।

স্বাধীনতা উৎসব না হইলেও বাংলা দেশময় উৎসব হইয়াছে ১৫ই আগষ্ট সোমবার। ১৪ই আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী। পরদিন ১৫ই আগষ্ট নন্দোৎসব যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে। মথুরার রাজা কংসাসুরের অত্যাচার পীড়িতা ধরণীর রক্ষার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল দ্বাপর যুগে, তাহা স্মরণার্থ জন্মাষ্টমীর পরদিন গোকুলে মহারাজ নন্দের আলয়ে উৎসব হইয়াছিল, আজও সে উৎসব বৎসর বৎসর হিন্দুগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়। এবার পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীগণ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ইংরাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত স্বাধীনতা উৎসব বয়কট করিলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার নন্দালয়ে সংঘটিত নন্দোৎসব উদ্‌যাপিত হইল সারা ভারতে। পশ্চিম বাংলাও সে উৎসব প্রতিপালন করিয়াছে। তবে এ উৎসবে হিন্দুগণই যোগদান করিয়াছেন। পশ্চিম বাংলার হিন্দুগণ নিরুৎসবে কাটাইতে পারেন নাই।

ময়দানে অতুল্য ঘোষ

যাহারা কালা নিশান উড়াইয়াছে তাহাদের নিন্দা করিয়া এবং যাহারা পদত্যাগ করিতে বলিয়াছে তাদের শুনাইয়া বলিয়াছেন—কেন আমরা পদত্যাগ করিব। পশ্চিম বঙ্গ সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। ২৬ হাজার বাঙালী পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে, সাতদিন ব্যাপী আসাম সরকার কি করিলেন? ভাবিয়া পাই না। নেতৃত্বের মধ্যে দ্বিধা আসিয়াছে। যাহাতে এই দ্বিধা কাটে তাহা করিয়া দলীয় স্বার্থে যাহারা কালো নিশান তুলিয়াছে তাহাদের সুবিধা করিয়া দিব না।

শ্রীজহরলাল বলিয়াছেন অবস্থা শান্ত হইলে তদন্ত হইবে। কিসের তদন্ত? তদন্তের কি প্রয়োজন? তিনি নিজেই বলিয়াছেন—৫০ হাজার বাঙালী গৃহহারা হইয়াছে। এই কথাই আমরা তাঁহাকে বলিব।

আসাম সরকার অনুমতি না দিলেও উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়াইয়া এই কথা বলিব। কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল দেখাইয়া দিব। অতুল্য বাবুর এই নরম গরম ভাষা শুনিয়া যাত্রাওয়ালা পণ্ডিত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রাধার অর্দ্ধ অঙ্গ মান গানটী মনে পড়িল—

মরি মরি কি অদ্ভুত
প্রেম-চরিত্র হয় না অনুমান—
হদ্দ হলাম দেখে রাধার
অর্দ্ধ অঙ্গ মান।
মস্তক বলিছে ধেয়ে যাব শ্যামের পায়—
ললাট কয় ললাটের লিখন
কিসের এত দায়।
একী চক্ষু বলে করিব কৃষ্ণ দরশন
অপর চক্ষু বলে—রাধে ঢেকে দাও বদন।
এক কর্ণ বলে শুনিব কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি
আর এক কর্ণ কর্ণমূলে তুলে দেয় অঙ্গুলি।
এক নাসা বলে—ল'ব কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ।
অপর নাসা কয় কুভাষা—বন্ধ কর রন্ধ্র।
রসনা বলিছে—কৃষ্ণে রসামৃত পাই—
দশন বলিছে আমার রস নাই রস নাই।
বক্ষ বলে সখীভাবে শ্যামকে ল'ব হৃদে
হৃদয় বলিছে—আমার অঙ্গে শেল বিঁধে।
এক হস্ত বলে—করিব কৃষ্ণ আরাধনা—
অপর হস্ত বলে ছি ছি ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না।
কটি বলে—কটিতে ল'ব পীত-ধটিধারী—
নিতম্ব বলিছে—ও ভার সহিতে না পারি।
উরু বলে—গুরুভাবে ল'ব আমি হরি।
জঙ্ঘা বলে ভাঙ্গা পীরিত জোড়াতে না পারি।
এক পদ বলে— ধেয়ে যাব শ্যামের কাছে—
অপর পদ বলে—আমার কণ্টক ফুটেছে।

কাঞ্চনতলা হরিসভার পঞ্চম বার্ষিক

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার আয় ব্যায়ের হিসাব

(সন ১৩৬৬ সাল)

জমা—মোট চাঁদা আদায় ৩৭৩৫০, উদ্বৃত্ত জিনিষ বিক্রয় ২৫০, ১৩৬৫ সালের মজুত তহবিল ৫৵১০, মোট ৩৭৭৵১০, ঘাটতি ২৷৵১০ সর্ব্বমোট ৩৮০৲

খরচ—প্রতিমা ৯০৲, প্রতিমার আনুসঙ্গিক খরচ ৯৷৵৫, রসিদ বই ৫, নিমন্ত্রণ কার্ড ৩৲, বেদী ও মণ্ডপ নির্ম্মাণ এবং চুণকাম খরচ ১০।৵০, ঢাক বাদ্যাদি ৩০৷০, পূজার দক্ষিণা ৩৯৲, পূজার আনুসঙ্গিক ও উপকরণাদি খরচ ১৪৫।৵৫, নরসুন্দর ও পরিচারক খরচ ১৬৲, নিরঞ্জন খরচ ৩১/১০, মোট খরচ ৩৮০৲

শ্রীযামিনীমোহন দাশ, সম্পাদক
শ্রীবিভূতিভূষণ দাশ (উকিল) সভাপতি
কাঞ্চনতলা হরিসভা পূজা কমিটি।
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৬৭ সাল।

পরলোকগমন

গত ২৫শে শ্রাবণ বুধবার রঘুনাথগঞ্জ থানার রাজানগর নিবাসী শ্রীমহেশনারায়ণ দাস মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইয়াছিল। ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড, স্কুল বোর্ড ও মালডোবা জুনিয়র হাই স্কুল প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার কোন সন্তান নাই। তিনি বিধবা স্ত্রী ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

শোক সংবাদ

গত ২৯শে শ্রাবণ রবিবার রাত্রে বালিঘাটা কুঠির মহম্মদ সেকেন্দর সাহেবের ৮১ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ছয় পুত্র, পাঁচ কন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

৫৬ মনি ডিঃ শ্যামাচরণ সরকার দেং তরুলতা দাসী দিং দাবি ৪৩৬ টাকা ৮ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বালিঘাটা ৫ শতকের কাত ২-১৬ নঃ পঃ আঃ ১০৲ খং ১১০ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ২ শঃ কাত ১-৫০ নঃ পঃ মায় তদুপরিস্থিত পোক্তা গৃহাদিসহ আঃ ৫০৲ খং ১১১ হোল্ডিং নং ১৬৪ ওয়ার্ড নং ৬ আদালত মূল্য ১নং লাট ৪৫৲ ২নং লাট ৩০৲

২৪ মনি ডিঃ রুস্তম আলি বিশ্বাস দেং মুমুরুদ্দিন বিশ্বাস মৃতান্তে ওয়ারিশ গোলাব হোসেন পাইকার দিং দাবি ১২৯৯ টাকা ৯০ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেকন্দরা ৫৯ শতকের কাত ১৫৬ তন্মধ্যে দেন্দারের ½ অংশে ১৫ শতকের হারাহারি খাজনা ৷৶৬ আঃ ১০৲ খং সাবেক ১১৮ হাল ১১৫৩ রায়ত স্থিতিবান আদালত মূল্য ১৫৲ ৪নং লাট থানা ঐ মৌজে গিরিয়া ২৮ শতকের কাত ৸/৬ তন্মধ্যে দেন্দারের অর্দ্ধাংশে ১৪ শতকের হারাহারি খাজনা ।৵৯ আঃ ১০৲ আদালত মূল্য ১০৲

১৭৩ খাং ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং সাহিরুদ্দিন সেখ দাবি ১৬ টাকা ৭৫ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে হিলোড়া ২-১৮ শতকের কাত ১৪৷৶৬ আঃ ১০৲ খং ২৯৬ আদালত মূল্য ২৯০৲

১৬৬ খাং ডিঃ গোবিন্দলাল দাস দিং দেং রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দাবি ৪১৪ টাকা ৫ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে ইচলিপাড়া ৯৭ শতকের কাত ১৬২৲ আঃ ৩০০৲ খং ২৯৬ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬০

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

৫০ খাং ডিঃ প্রমথনাথ রায় চৌধুরী দিং দেং উমাপতি মুখোপাধ্যায় দাবি ১৯৫ টাকা ৪ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে দক্ষিণ দেবগ্রাম ১০৫০ শতকের কাত ৬৲ আঃ ১০০৲ খং ৪১৮ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ২-২ শতকের কাত ৯।৯ পাই আঃ ১১০৲ খং ৩৮৭ মোকররী স্বত্ব

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জ বা কু সু ম তৈ লে র গু ণ অ তু ল নী য়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন,
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন।
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়,
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা'ঠাকুর)

জনকল্যাণের পথে পশ্চিমবঙ্গ

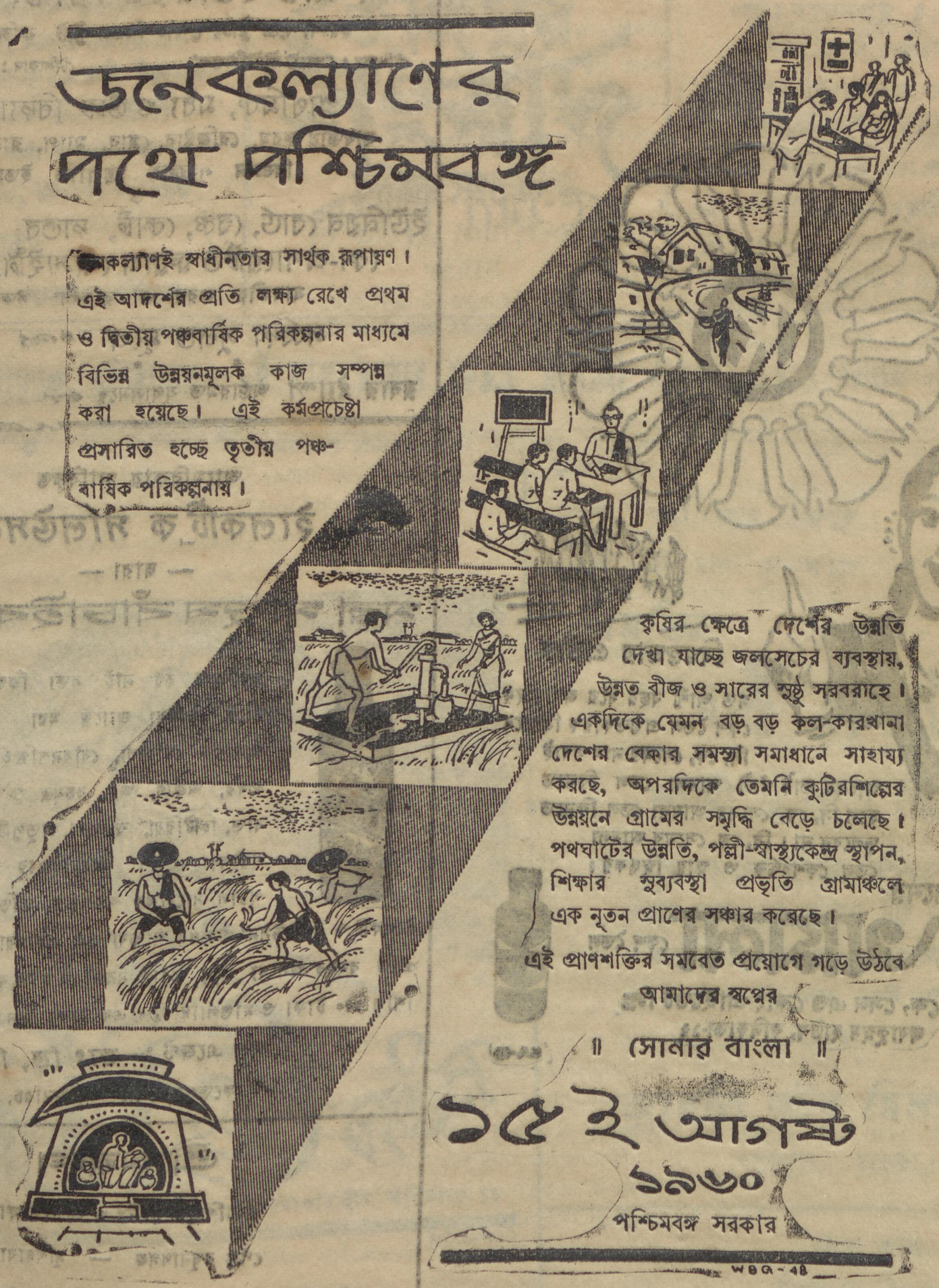

কল্যাণই স্বাধীনতার সার্থক রূপায়ণ। এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই কর্মপ্রচেষ্টা প্রসারিত হচ্ছে তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায়।

কৃষির ক্ষেত্রে দেশের উন্নতি দেখা যাচ্ছে জলসেচের ব্যবস্থায়, উন্নত বীজ ও সারের সুষ্ঠু সরবরাহে। একদিকে যেমন বড় বড় কল-কারখানা দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে সাহায্য করছে, অপরদিকে তেমনি কুটিরশিল্পের উন্নয়নে গ্রামের সমৃদ্ধি বেড়ে চলেছে। পথঘাটের উন্নতি, পল্লী-স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, শিক্ষার সুব্যবস্থা প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে এক নূতন প্রাণের সঞ্চার করেছে।

এই প্রাণশক্তির সমবেত প্রয়োগে গড়ে উঠবে আমাদের স্বপ্নের

॥ সোনার বাংলা ॥

১৫ই আগস্ট

১৯৬০

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

WBG-48

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন"   টেলিফোন : বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়
রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে সরবরাহ করা হয়

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের
আমলা কেশ তৈল
সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন। আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ
কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিন্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।